প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

Website: www.bb.org.bd

ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৪

তারিখঃ ৩০এপ্রিল, ২০১৫ / ১৭বৈশাখ, ১৪২২

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রিয় মহোদয়,

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ২৪ নং ধারায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কার্যক্রম নিরীক্ষার জন্য বার্ষিক ভিত্তিতে একজন নিরীক্ষক নিয়োগের নির্দেশনা রয়েছে। নিরীক্ষকের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগকালে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবেঃ

১) বার্ষিক সাধারণ সভায় বহিঃ নিরীক্ষক নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

২) নিরীক্ষক নিয়োগের পূর্বে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে এতদসংযুক্ত "আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত নীতিমালা" এ বর্ণিত নির্দেশাবলী পরিপালন করতে হবে;

৩) নিয়োগপত্রের সাথে বহিঃ নিরীক্ষককে এতদসংযুক্ত নীতিমালার একটি কপি সরবরাহ করতে হবে;

৪) বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লিখিত মন্তব্য ও সুপারিশসমূহ পর্ষদ সভায় উপস্থাপনকরতঃ যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৫) নিরীক্ষক নিয়োগের প্রস্তাবনা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণকালে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো স্বত্ত্বাধিকারী/অংশীদার সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মালিকানা বা ব্যবসায়িক সূত্রে সম্পর্কিত নয়- এ মর্মে প্রধান নির্বাহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে;

৬) বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক প্রণীত নিরীক্ষা প্রতিবেদন আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩; কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। এ বিষয়ে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে তা অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

এ সার্কুলার জারির পর ০২ মার্চ, ১৯৯৯ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং-০৩ এর নির্দেশনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ শাহ আলম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন- ৯৫৩০১৭৮

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত নীতিমালা

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবেঃ

(অ) বহিঃ নিরীক্ষকের যোগ্যতাঃ

১) নির্বাচিত বহিঃ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ একজন যোগ্যতাসম্পন্ন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট থাকতে হবে, যার দেশে বা বিদেশে চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে নিরীক্ষা কাজে অন্যূন ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে;

২) কোনো নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একাদিক্রমে তিন বছর নিয়োগের অব্যবহিত পরবর্তী অন্যূন দুই বছর ঐ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না;

৩) নির্বাচিত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক আর্টিকেল ক্লার্ক থাকতে হবে। আর্টিকেল ক্লার্ক এর মধ্যে অন্ততঃ ৩ (তিন) জনের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

৪) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা তাদের কোনো এজেন্ট বা কোনো প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আমানত ব্যতীত অন্য কোনোরূপ স্বার্থের সংশ্লেষ রয়েছে এমন কোনো ব্যক্তি ঐ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষক বা নিরীক্ষক দলের সদস্য হতে পারবেন না;

৫) নিরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে 'এ' গ্রেডপ্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং

৬) কোনো নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী দুই বছরের জন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

(আ) বহিঃ নিরীক্ষকের কার্যাবলীঃ

১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হতে জারিকৃত বিভিন্ন নির্দেশনার আলোকে বহিঃ নিরীক্ষক তার নিরীক্ষা প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিশদ মতামত প্রদান করবেঃ

১.১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সময়ের লাভ-ক্ষতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা;

১.২ ঋণ/লিজ মঞ্জুরী ও বিতরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান ও নীতিমালা অনুসৃত হয়েছে কিনা;

১.৩ ঋণ/লিজের শ্রেণীবিন্যাস, সংস্থান সংরক্ষণ ও স্থগিত সুদ নিরুপণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা;

১.৪ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন দেশে প্রচলিত হিসাবমান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দেশিত হিসাবমান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা;

১.৫ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিস হতে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র ও হিসাবসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও সমন্বয় করা হয়েছে কিনা;

১.৬ সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নিকট যাচিত তথ্য ও ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হয়েছে কিনা;

১.৭ সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাবসিডিয়ারি কোম্পানী নিরীক্ষিত হয়েছে কিনা এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর হিসাব সঠিকভাবে সমন্বয়পূর্বক সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা;

১.৮ বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত বিবরণী ও তথ্য-উপাত্তের যথার্থতা যাচাই করা হয়েছে কিনা;

১.৯ পরিচালকদের অনুকূলে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা;

১.১০ সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অন্যূন ৮০% নিরীক্ষা করা হয়েছে কিনা;

১.১১ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর প্রথম তফসিলের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালন করা হয়েছে কিনা;

১.১২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের Internal Control and Compliance সন্তোষজনক কিনা এবং সম্ভাব্য জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কিনা;

১.১৩ মুলধন, রিজার্ভ এবং নিট সংগতি (Net worth), নগদ অর্থ ও তরল সম্পদ বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না;

১.১৪ দায় ও সম্পদের পরিপক্কতার মেয়াদে (Maturities) পারস্পরিক অসামঞ্জস্য আছে কিনা; যদি থাকে তবে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তারল্য (Liquidity) পরিস্থিতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা;

১.১৫ মুনাফা স্ফীত করার লক্ষ্যে কোন অনিয়মের অর্থাৎ চাতুরী বিন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে কিনা;

১.১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত অনিয়মসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ;

১.১৭ বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পরিপালিত হয়েছে কিনা;

১.১৮ সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নির্দেশাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না;

১.১৯ কর ও শুল্ক আদায় এবং সরকারি কোষাগারে তা জমাকরণে সরকারি নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়েছে কিনা;

১.২০ অন্য যে কোনো বিষয়, যা সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ষ্টেকহোল্ডারদের অবহিত করা উচিত তা নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা;

২) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষাকালে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী গোচরীভূত হলে বহিঃ নিরীক্ষক জরুরী ভিত্তিতে তা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবেঃ-

(ক) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কোনো বিধি-বিধান গুরুতরভাবে লংঘিত হয়েছে;

(খ) জাল-জালিয়াতি, প্রতারণা ও অসততার দরুন ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে;

(গ) লোকসানের দরুন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম সংরক্ষিতব্য মূলধনের ২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে;

(ঘ) পাওনাদারদের পাওনা প্রদানের নিশ্চয়তা বিঘ্নিত হওয়াসহ অন্য কোনো গুরুতর অনিয়ম হয়েছে; এবং

(ঙ) পাওনাদারদের পাওনা মিটানোর জন্য সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যথেষ্ট নয় মর্মে সন্দেহ রয়েছে।

৩) নিরীক্ষা কাজ শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতকৃত ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনের অনুলিপি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।